ডায়মণ্ড কমিক্‌স

I B-177 8.00

অগ্নিপুত্র অভয় আর ব্ল্যাকবল

FREE! AN ATTRACTIVE STICKER WITH THIS COMIC

অগ্নিপুত্র অভয় আর ব্ল্যাক বল

সেই সময় বীজাপুরে একটাই নাম
আতংক সৃষ্টি করে রেখেছিল

EDITOR-GULSHAN RAI.
STORY-MAHESH DUTT SHARMA
ILLUSTRATION-ANIL GUDIKAR.

বাজীগর!

বাঁচাও!!

পালাও SS বাজীগর এসেছে!

খুনে বাজীগর!

রাস্তা দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছিল বাজীগরের গাড়ী –

দেখছ বাটমার! লোকেরা কেমন লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে!

তাই তো দেখছি বাজীগর!

তোমার তো দেখছি এই এলাকায় প্রচুর প্রতিপত্তি!

ঠিক তখনই গাড়ীর ওয়ারলেস বেজে উঠল –

বীপ্... বীপ্...

দেখিতো, কে?

??

বাজীগর রিসিভার তুলল—

বাজীগর বলছি!

লাজোল স্পিকিং!

ওহো! ম্যাডাম লাজোল! রেজাল্ট কি?

পরীক্ষা সফল হয়েছে, ডিয়ার! এক্সপেরিমেন্টের জন্য ....

...রহস্যময় কন্ঠস্বর বাজীগরকে কিছু একটা বোঝাতে লাগল আর......

... যখন রহস্যময় কন্ঠস্বর চুপ করল, বাজীগরের চোখে এক অদ্ভুত চমকের সৃষ্টি হল—

বাটমার! এখুনি কোন শিকার খোঁজ!

ওহ! তার মানে লাজোল আর লোফাসের পরীক্ষা সফল হয়েছে!

ঠিক আছে!

তখনই বাটমার রহস্যময় গলায় বিড়বিড় করে উঠল—

বাজীগর! ঐ দ্যাখো শিকার!

গাড়ী থামাও!

গাড়ীর ব্রেক এক ঝটকায় চড়মড় করে উঠল–

ক্যাঁচ্ চ্......

ওহো!

বিজলীর মতই লাফিয়ে উঠল বিজলী –

অবলা বিজলীর ওপর দুই শয়তান বিদ্যুতবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল–

ধরো! যেন পালাতে না পারে!

নাsss

শয়তানদের কবলে অসহায় পায়রার মত ছটফট করে উঠল অসহায় বিজলী –

ছাড়ো আমাকে!

কুইক!

চুপ কর! চেঁচালে গলা টিপে দেব!

চল ব্যাটম্যান!
তাড়াতাড়ি
চল!

উঁ...
উঁ.....

ঘর্‌ ৎৎৎৎৎ

পরমুহূর্তে......

ঝড়ের গতিতে শয়তানদের গাড়ী
ছুটে চলল—

হা....
হা..হা...

জুঁৎৎম ৎৎৎৎ...

দেখতে-দেখতে গাড়ীটা চোখের আড়ালে
চলে গেল—

ওদিকে... ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপ্রাসাদে সেই মুহূর্তে অসহায় লোকেদের চিৎকার
ভেসে বেড়াচ্ছিল—

বাঁচান!

টন্‌.... টন্‌.... টন্‌.....

মহারাজ
সাহায্য
করুন!

জনপ্রিয় মহারাজ হীরেন্দ্র সিং ছুটে এলেন -

কি হয়েছে ? কিসের কষ্ট তোমাদের ?

দময়ন্তী বলে উঠল -

ওরা.... ওরা..... আমার মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে, মহারাজ ! ওকে বাঁচান !

কারা ? পরিষ্কার করে বল !

মহারাজ ! চারজন শয়তান- বাজীগর, বাটমার, লাজোল আর লোফাসে !

বীজাপুরের লোকেদের নিয়ে নানারকমের পরীক্ষা করে ওরা !

ওরা এ পর্যন্ত্য প্রচুর লোকেদের প্রান নিয়েছে, মহারাজ !

ওহো !

রাগে জ্বলে উঠলেন মহারাজ –

থাকে কোথায় শয়তানেরা ?

বীজাপুরের পাহাড়ীতে, মহারাজ!

তোমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পার! খুব তাড়াতাড়ি শয়তানেরা ধরা পড়বে!

জনতা চলে গেল –

মহারাজ হীরেন্দ্র সিং অভয়র সঙ্গে সিরিয়াসলী আলোচনা করছিলেন –

আমি খুব তাড়াতাড় ফল চাই, অভয়! শয়তানদের শয়তানী আর সহ্য হচ্ছে না!

মহারাজ! অভয় খালি হাতে ফিরবে না বীজাপুর থেকে! শয়তানদের শেষ করে তবেই ও ফিরবে!

শাবাশ! ঈশ্বর তোমার সহায় হোন্‌ অভয়! বিদায়!

ঠিক তখনই বীজাপুরের পাহাড়ীতে-

মেয়েটা কোথায়, বাজীগর?

এক্সপেরিমেন্ট টাওয়ারে!

বিদায় মহারাজ!

গুড! যদি আমাদের এই পরীক্ষা সফল হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের কয়েক কোটি টাকার লাভ হবে!

কি করে, লোফাসে?

লোফাসে রহস্যময় গলায় বলতে লাগল—

এই ব্ল্যাকবলটা দেখতে পাচ্ছ, বাজীগর!

ওটা প্রায় আড়াইশো বার ব্যবহার করা যায়!

এটাকে টারগেটে ছুঁড়লে এ ওটাকে নষ্ট করে ফিরে আসে!

বাহ! এবার তো তুমি দারুণ পরীক্ষা করেছ, বন্ধু!

!?

লোফাসের শয়তানী হাত কাজে লেগে পড়ল—

দ্যাখো, বন্ধুরা! ঐ মেয়েটা এখান থেকে এক মাইল দূরে বাঁধা রয়েছে!

এই ব্ল্যাক বল ওকে শেষ করে আমাদের কাছে চলে আসবে!

বাঁচাও!

!??

দারুণ কাজ এখনও হয়নি, বাজীগর!

লোফাসে! ওটাকে একটু চালিয়ে দেখাও!

লোফাসে একটা বোতাম টিপল –

খুঁট

পরমুহূর্তে –

বিদ্যুতবেগে টারগেটের দিকে ছুটে চলল ব্ল্যাক বল –

ধুম্ম্

ওকে তিন মাইল দূরত্ব পার করতে হবে –

শুম্ম্.....

ব্ল্যাক বলকে দেখে কেঁপে উঠল বিজলী –

এক্সপেরিমেন্ট টারগেট

শুম্ম্.....

নাঃঃঃ! ওরা আমাকেও নিজেদের পরীক্ষার বেদীমূলে বলি চড়াতে চায়!

নিঃশব্দে ব্ল্যাক বল বিজলীর শরীরে এসে ধাক্কা খেল–

ধপ্প্

??

নিজের কাজ শেষ করে ব্ল্যাক বল ফিরে চলল–

বেচারী বিজলী চেঁচাতেও পারল না–

ধু... ধু... ধু...

সফলতার আনন্দে চারজনের চোখে চমকের সৃষ্টি হল–

খুব তাড়াতাড়ি এই মেয়েটা কংকালে বদলে যাবে!

আর ব্ল্যাক বল?

ওটা ফিরে আসছে!

বীপ্... বীপ্...

বীপ্... বীপ্...

দু মিনিট পর -
নাও, আমাদের ব্ল্যাক বল ফিরে এসেছে!
গুড!
বাজীগর! তুমি আন্তর্জাতিক অপরাধীদের মিটিং ডাকো!
নিশ্চয়ই! এটা খুব তাড়াতাড়ি বিক্রী হয়ে যাবে, লাজোল!
ঠিক তখনই লোফাসে চেঁচিয়ে উঠল -
ওটা..... ওটা কে বাজীগর?
টি.ভি.-র দিকে লাফাল বাজীগর!
উফ! ও তো অভয়! অপরাধীদের যমদূত অভয়!
অভয়

ভয়ে-আতংকে শুকনো পাতার মত কেঁপে উঠল সবাই -

লাজোল-
কিন্তু ও এখান পর্যন্ত পৌঁছল কি করে ?

লোফাসে-
বিজাপুরের লোকেরা নিশ্চয়ই এখানকার খবর দিয়েছে !

বাজীগর-
বাজীগর ওকে আটকাবে! ওকে আটকাতেই হবে !

বাটমার-
ওকে আটকাতেই হবে, সাথীরা! নয়তো... নয়তো আমাদের স্বপ্ন বাস্তব হবে না !

ওদিকে অভয় কিংকর্তব্যবি-মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে ছিল !

উফ! এ কার কাজ ?

কোন সূত্রই নেই !

আশপাশেও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না !

তখনই বাণীর কম্পিউটার বলে উঠল -

সাবধান, অভয়! শত্রুর প্লেন এদিকেই আসছে !

হুঁ হুঁ

অভয় সঙ্গে-সঙ্গে রাডার অন করল -

ওহো! তাহলে এটা শত্রুর প্লেন!

জুঁssss...

প্লেনটা কাছে আসতেই -

রানী, অ্যাকশন!

ধুম্ম...

ওহো! ও আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে বসে আছে!

রকেট দ্রুতগতিতে প্লেনের দিকে ছুটে চলল -

কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল -

জুঁssssssss...

ধুম্ম!!!

রানী, ওড়ো! আমরা আকাশে লড়াই করব!

ও.কে. রাজা!

প্লেনে বাজীতার সতর্ক ছিল -

এবার আমার পালা বন্ধু!

দিনের বেলা তারা দিখিয়ে ছাড়ব আমি!

ক্লিক

অভয়ের ওপর মিসাইল আঘাত করল -

ভড়াম..

মিসাইল পাহাড়ের একটা অংশ উড়িয়ে দিল -

অন্তিম মুহূর্তে অভয় নিজেকে সামলে নিল -

ভড়াম.

উফ্! খুব জোর বেঁচে গেছি!

ধুম্ম

গ. ড়ু... ড়ু....

ঠিক তখনই অভয় হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ল –

কিন্তু প্লেন পর্যন্ত পৌঁছাতে-পৌঁছাতে হ্যান্ড গ্রেনেড নষ্ট হয়ে পড়ল –

বাজীগরের প্লেন অদৃশ্য সুরক্ষা কিরণে ঘেরা ছিল –

শয়তান এবার বাঁচবে না !

উত্তেজনায় অভয় লাল হয়ে উঠল, তখনই রানী বলল –

রাজা! তাড়াতাড়ি নীচে নামো! ওখানেই আমরা ভাল লড়তে পারব !

জুঁ sss....

অভয়ের চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল –

উফ! এখন কি হবে ?

ওটা তো আমার দিকেই আসছে !

জুঁ sss....

ও.কে. রানী !

বাজীগরের শয়তানী চোখজোড়া জ্বলন্ত কয়লার মতই লাল হয়ে উঠেছিল –

এবার আমার স্পাইডার-কিলারের হাত থেকে তুই বাঁচবি না !

ক্লিক

এই স্পাইডার-কিলার দুনিয়ার যে কোন ধাতুকে গলিয়ে দিতে পারে !

ভন্‌ssন্‌

অভয় মাটি ছুঁতেই চমকে উঠল –

হিস্‌স্‌ ss
হিস্‌স্‌ sss

এত বড় মাকড়সা !

অভয় নিজেকে সামলে নেবার আগেই, স্পাইডার-কিলারের একটা পা কাজে লেগে পড়ল –

আsহ ss

ঠক

বড় শক্তিশালী আঘাত ছিল ওটা !

বাইক সমেত অভয় লাফিয়ে উঠল -

সামলাও অভয়! তোমার কোমর না ভেঙে যায়!

শাট্ আপ, রানী!

অভয় দ্রুত নিজেকে সামলে নিল -

স্পাইডার- কিলার লাগাতার ওর দিকে এগিয়ে আসছিল -

একে আটকাই কি করে? বড়ই শক্তি- শালী এ!

তখনই -

হুম! এর উপর পুরোন কায়দা প্রয়োগ করে দেখি!

কিছু কামান মাকড়সার দিকে ছুঁড়ে দিল অভয় -

সানগ্লাস থেকে বেরিয়ে আসা কিরণ কামানগুলো গরম হয়ে উঠল -

সর্ ১১১ খন্ন

গরম ময়নগুলো স্পাইডার-কিলারকে গিয়ে আঘাত করল –

তড়...! তড়...

গুর্‌র্‌ SS

তড়াক...

কিন্তু ও একটুও বিচলিত হল না –

হিস্‌স্‌

??

বুক চিতিয়ে ও অজয়ের দিকে এগোতে লাগল –

সমস্ত তামাশা বড় মনোযোগ দিয়ে দেখছিল বাজীগর –

এটা তো দারুণ আবিষ্কার লোফাস্রে আর লাজোলের !

বেচারা মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে !

ঠিক তখনই, ভীষণ ঘাতক কিরণ ছুঁড়ল স্পাইডার - কিলার –

ঘ্রাঁ SS ঘ্‌ঘ্‌ঘ্‌ঘ্‌

উফ্! ঠিক সময়ে সাবধান না হলে অভয় এতক্ষনে মোমের মতই গলে যেত –

ফাঁয়্SSS

ওSফ্SS

কে জানে কেন, ভয়ের চোটে বাজীগরের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল –

নাSSS!

ওর চোখ জোড়ায় মৃত্যুর করাল রূপ নেচে বেড়াচ্ছিল !

সত্যি-সত্যিই বাজীগরের প্লেনকে মৃত্যু নিজের কবলে ঘিরে নিয়েছিল –

ধুম্ম!

ক্রী...

ওহো!

স্পাইডার-কিলারের ঘাতক কিরণ নিজের মালিকেরই প্রাণ নিয়ে নিয়েছিল !

প্লেন সমেত বাজীগরের শয়তানী শরীর টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ল –

ধড়াম

ওদিকে ডেভিল টাওয়ারে আধডজন চোখে লাভা ঝরে পড়ছিল -

না

বাজীগর! আমার বন্ধুর প্রাণ নিয়ে নিল ও!

উফ্! আমাদের স্বপ্ন হয়তো অপূর্ণই থেকে যাবে!

শয়তান বৈজ্ঞানিক লোফামের চোখ দিয়ে রক্তের অশ্রু বেরোচ্ছিল -

আমাদের স্বপ্ন পূর্ণ হবেই লাজোল!

আমি স্পাইডার-কিলারের শক্তি বাড়াচ্ছি!

ও-ই বাজীগরের
শেষ করবে!

অভয় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বাজীগরের করুণ অবস্থা দেখছিল -

এবার ওর আস্তানার খোঁজ করতে হবে!

ঠিক তখনই স্পাইডার-কিলার ওকে কব্জা করে ফেলল -

ঝপাপ

ওহো! ওর কথা তো ভুলেই গেছিলাম আমি!

প্রতি মুহূর্তে চাপ বাড়তেই লাগল –

আঃ হ্ঃঃ!
দম আটকে আসছে
এর শক্তিশালী
চাপে !

অনেক কষ্টে অভয় ঠোঁট নাড়াতে সক্ষম হল -

হেল্প, রাণী !

কিন্তু রাণী কিছু করার আগেই স্পাইডার-কিলার অ্যাকশন নিল -

ঠাক

মোটর-সাইকেল বেশ কয়েকটা ডিগবাজী খেল–

ড়ৃSSS ড়ৃSSS ড়ৃSS

অজয়ের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল !

ওর থেকে কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে ক্রূর হাসি হাসছিল স্বয়ং মৃত্যু !

আহ!

হঠাৎ—

হুঁ হুঁ

মাকড়সার বাঁধন ঢিলে হয়ে পড়তে লাগল !

বুকে বল-ভরসা ফিরে এল অভয়ের—

ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ ! এটা কি করে সম্ভব হল ?

সেই মুহূর্তে একটা হাত অভয়ের দিকে এগিয়ে এল—

!!

ওঠো অভয় !

কণ্ঠস্বরের মালিককে অভয় চিনতে পারল—

ও.... অগ্নিপুত্র, তুমি! ভগবান তোমাকে ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন !

আমি তোমার বিপদের সঙ্গী, অভয় !

দ্যাখো, ওই শয়তান মাকড়সার কি অবস্থা করে দিয়েছি আমি !

অভয়!
তুমি এর মালিকদের ঠিকানা জান, অগ্নিপুত্র ?

নিশ্চয়ই! এসো আমার সঙ্গে!

কিন্তু এই মাকড়সার কি করব, অগ্নিপুত্র ?

ওর সব কলকব্জা আমি নষ্ট করে দিয়েছি, অভয়! এ আর কারো অনিষ্ট করতে পারবে না!

পরমুহূর্তে –

কোন দিকে যাব, অগ্নিপুত্র ?

পূব দিকে !

ডেভিল টাওয়ারে –

পূব দিকে তোমাদের জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করছে !

এই অন্য লোকটা কে, বাটমার ! ও তো আমাদের স্পাইডার-কিলারকে অকেজো করে দিয়েছে !

ওরা তো এদিকেই আসছে, লোক্সাস !

বাটমার যেন গলা দিয়ে আগুন বের করল -

ওরা দুজন এবার আমার হাতে মরবে !

অজেয়ও এবং ওর সঙ্গী অগ্নিপুত্রও !

অগ্নিপুত্র ?

হ্যাঁ ! বিদায় বন্ধুরা ! আমি ওদের ছাই করতে চললাম !

রাগে-উত্তেজনায় বাটমার কাঁপছিল -

এসে গেছে !

কিন্তু বাটমারের ডায়নামাইটের হাত থেকে ওরা বাঁচবে না !

লাফাতে-লাফাতে বাটমার !

... কন্ট্রোল রুমে এসে পৌঁছল –

আমি ওদের মৃত্যুর সুইচ টিপে দিয়েছি !

ভড়চ

ভয়ানক আওয়াজে পৃথিবী দুলে উঠল –

গড়..ড়...ড়...

কাঁচ !!

উঃ, উঃ

বিপদ ! গাড়ী থামাও অভয় !

দুজনে দ্রুত থমকে দাঁড়াল –

কিন্তু বেচারী বাটমার নিজেকে সামলাতে পারল না !

এটা ওর কীর্তি !

ওদেরই সাথী মনে হচ্ছে !

উঃ !
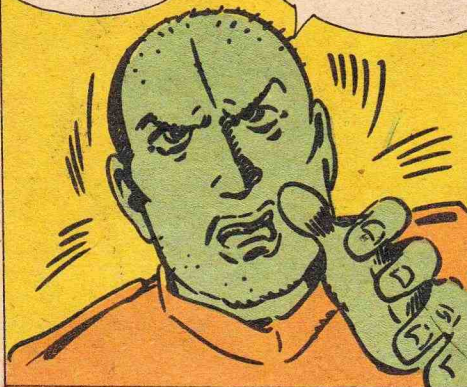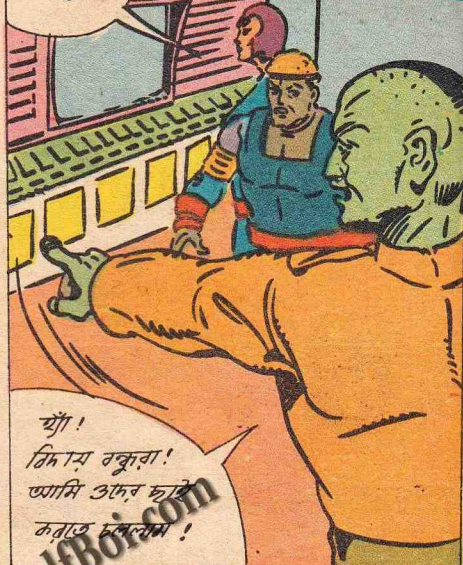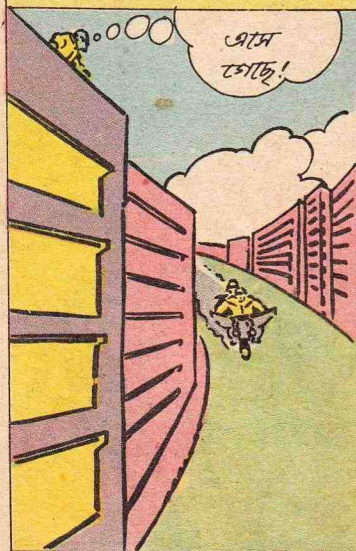
ততক্ষণে বাটমার সামলে নিয়েছিল –

ও একটা মজবুত পিলার উপড়ে নিল –

আমি হচ্ছি বাটমার ! যাকে তোমরা মেরেছ, তার সঙ্গী !

বাটমার !

কড়..ড়..ড়

এবার তোমাদের মেরে আমি নিজের সাথী বাজীগরের মৃত্যুর বদলা নেব! গুর্ঽঽ রঽঽর্ঽঽঽ!

পরমুহূর্তে–

বাটমার ঝাঁপিয়ে পড়ল –

মর!

ওহো!

টনাক

কিন্তু অজয় সতর্ক ছিল!

ও প্রচণ্ড রেগে আছে, ঠান্ডা করতে হবে!

আর বাটমার আবার আঘাত করার আগেই অগ্নিপুত্র নিজের কাজ শুরু করে দিল -

বেশী লাফালাফি করলে হজমশক্তি কমে যাবে, বাবা বাটমার !

এসো, একটু মালিশ করে দিই তোমাকে!

ঠাক্

অগ্নিপুত্রের মার এড়াতে পারল না বাটমার!

আহ!

যাতে শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে তোমার আত্মারও আরাম হয়!

ধড়াক

আহ!

ধড়াক

শেষে :—

মরে গেছে?

না, অজ্ঞান!

অজয় রানীর দিকে ঘুরল —

রানী! এই বরের ওপরে নজর রেখো! আমরা বরযাত্রীদের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি!

যাও রাজা! ওখানে নিজের জন্যও বউ খুঁজে নিও!

দুজনে দ্রুত গতিতে ডেভিল টাওয়ারের দিকে এগিয়ে চলল —

অগ্নিপুত্র! এখনও দুজন শয়তান বেঁচে আছে!

ওরা হয়তো আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখছে, অভয়! সাবধান থেকো!

সত্যিই দুজন ওদের ওপর নজর রাখছিল —

এবার কি হবে, লোফাসে? আমাদের অবস্থা তো শোচনীয় হয়ে পড়ছে!

লাজোল! ব্ল্যাক বল এখনও আমাদের কাছে রয়েছে' এবার ওদের আমি নিজে আটকাব ব্ল্যাক বলের সাহায্যে!

লোফাসে আর দাঁড়াল না —

ও ব্ল্যাক বল হাতে শূন্যে উড়ে চলল–

ওদের আটকাতে হবে!

ব্ল্যাক বলের আঘাত ওরা কিছুতেই সামলাতে পারবে না। ওরা মরবেই!

লোফাসের দুটো পায়ে যেন পাখনা গজিয়েছিল। ও উড়ে চলছিল–

ঐ যে ওরা আসছে!

ডাইভ
লাগাই!

ধড়াক

দাঁড়াও

?!

লোফাসে, তুমি ?

ঠিক চিনেছ !

ন্... না, আরেকবার চেষ্টা কোরনা !

নাও, ফুটবল খেল ! এটা তোমাদের জন্যই অর্ডার দিয়ে বানিয়েছি !

লোফাসে ওদের দিকে ব্ল্যাক বল ছুঁড়ে দিল –

এই বলটা তোমাদের কংকালে বদলে দেবে !

দুজনে বুঝতে পারল না, ব্যাপারটা কি –

ওহো!

সাবধান, অভয়! এই বল এর আগেও এক যুবতীকে কংকালে রূপান্তরিত করেছে!

দুজনে দ্রুত নিজেদের সামলে নিল –

কিন্তু ব্র্যাক বল ওদের পেছু ছাড়ল না –

উফ্! এটা তো আমাদের দিকেই এগোচ্ছে, অগ্নিপুত্র!

ঠিক সেই মুহূর্তে লোফাস অট্টহাসি হেসে উঠল –

হা... হা... হা... এ তোমাদের প্রাণ না নেওয়া পর্যন্ত পেছু ছাড়বে না!

অগ্নিপুত্র! কি করে বাঁচব এবার?

ভাবতে দাও অভয়!

হঠাৎ অভয়ের দিকে ঘুরল অগ্নিপুত্র –

ও-কে!

অভয়! তুমি সামনের দিকে দৌড়তে থাকো! আমি যে কোনও উপায়ে ওর রিমোট কন্ট্রোল হাতাচ্ছি!

এবার! বলটা অজয়ের পেছনে লেগে ছিল আর অগ্নিপুত্র চাপা পায়ে লোকাসের দিকে এগোচ্ছিল—

হুম্ফ.... হুম্ফ.....

হা...হা...হা! কতক্ষণ পালাবে অজয়!

হঠাৎ! পায়ের আওয়াজে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল লোকাসে—

অ্যাঁ! তুমি?

ঠিক তখনই—

তড়াক

অগ্নিপুত্রের পা লোকাসের রিমোট ধরা হাতে আঘাত করল—

লোকাসের হাত থেকে রিমোট ছিটকে গেল!

সেই রিমোট, যেটা ব্ল্যাক বলকে নিয়ন্ত্রণ করছিল—

রিমোটটা অগ্নিপুত্র লুফে নিল –

তারপর অগ্নিপুত্র এক সঙ্গে অনেকগুলো বোতাম টিপে দিল –

অবাক কাণ্ড! বলটা এবার লোফাসের পেছনে ছুটে চলছিল –

না! আ... আমি কংকাল হতে চাই না!

ডেভিল টাওয়ারের দিকে ছুটল লোফাস –

আমি কংকাল হতে চাই না!

ভেতরের মেশিন দিয়ে আমি বলকে কন্ট্রোল করব!

লোফাসকে দৌড়তে দেখে...

... অভয় চেঁচিয়ে উঠল—

অগ্নিপুত্র! বলের স্পীড বাড়াও! ও যদি একবার টাওয়ারে ঢুকতে পারে, তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হয়ে পড়বে আমাদের জন্য!

কিন্তু অভয়, স্পীড বাড়ালে বাড়ীটাও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে!

ওই ঝুঁকিটুকু তো নিতেই হবে, অগ্নিপুত্র! কুইক!

ও.কে!

স্পীড বাড়াবার বোতামে চাপ দিল অগ্নিপুত্র—

স্পীড

খট...

ঠিক তখনই টাওয়ারে ঢুকে পড়ল লোফাসে—

হুস্‌ফ...
হুস্‌ফ...

সেই মুহূর্তে ব্ল্যাক বল ওকে গিয়ে ধাক্কা মারল—

ধুপপ!

নাঽঽঽ

ওর শরীর চিতার মতই জ্বলে উঠল—

ও তখনও প্রাণ বাঁচাবার জন্য চেঁচাচ্ছিল –

বাঁচাও !

লাজোল ! কন্ট্রোল সুইচ টেপো !

ও নিজেরই আবিষ্কারের হাতে মরতে চলেছিল !

ওদিকে লাজোল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সব কিছু দেখে যাচ্ছিল –

?!?

লোফাসে যখন কন্ট্রোল রুমে পৌঁছল, ততক্ষণে ওর শরীরের অর্ধেকটা কংকাল হয়ে পড়েছিল –

না

ধড়াম...

কন্ট্রোল রুমে ছড়িয়ে পড়া আগুন দেখে চেতনা ফিরে এল লাজোলের –

নাSS

ধু.. ধু... ধু...

ওফ! মৃত্যু যে কত নিষ্ঠুর, লাজোল বুঝতে পারছিল-

বাঁচাও

মেয়েটা বিপদে পড়েছে, অভয়! আমি আসছি!

সাবধানে যেও, অগ্নিপুত্র! এটা ওর কোন চালও হতে পারে!

ব্ল্যাক বল ফিরে এসেছিল! ওটার নিয়ন্ত্রণ এখন ছিল অভয়ের হাতে!

ওদিকে আগুন থেকে বাঁচবার জন্য লাজোল কন্ট্রোল রুমের সব বোতাম টিপে চলল-

হুম্ফ.... হুম্ফ...

খট্... খট্... খট্....

কিন্তু আগুনের জন্য মেশিন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল, লাজোলও জ্ঞান হারাল-

হায়!

ধড়াম

তখনই অগ্নিপুত্র এসে হাজির হল-

উফ! প্রচণ্ড পুড়ে গেছে!

ঠিক তখনই অভয় চেঁচিয়ে উঠল-

অগ্নিপুত্র!

গড়..ড়..ড়

অত্যধিক গরম সহ্য করতে পারল না ডেভিল টাওয়ারের দেওয়াল! বাড়ীটা পড়ে গেল

গড়...ড়...

অগ্নিপুত্র! তুমি কোথায়, অগ্নিপুত্র?

জ্বলন্ত টাওয়ারে অগ্নিপুত্র বন্দী হয়ে পড়েছিল। অভয় পাগলের মত ছুটে চলেছিল—

হঠাৎ ও থমকে দাঁড়াল—

দাঁড়াও অভয়! আমার কিছু হয়নি!

ওহো গড়! আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম।

অগ্নিপুত্র সুস্থ শরীরে বাইরে বেরিয়ে এল—

অভয় শয়তানেরা নিজেদের ফাঁদেই মারা পড়ল!

কিন্তু ওরা মরার আগে ব্ল্যাক বল আমাদের দিয়ে গেছে, অগ্নিপুত্র!

ধু..ধু...

দুজনে ঘাটমারের কাছে ফিরে এলে ওরা চমকে উঠল–

উফ্‌!
এ তো মরে গেছে!

ওহো!

বেচারা!
জল চেয়ে-চেয়ে মরে গেল!

দুজনে ফিরে চলল–

ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে অভয় মহারাজ হীরেন্দ্র সিং-কে সব ঘটনা খুলে বলল–

এই বলের কাহিনী বড়ই অদ্ভুত! বৈজ্ঞানিকদের রিসার্চের জন্যে ওটা এক ভাল বিষয়!

হুঁ, হুঁ

ঠিক তাই, মহারাজ!

সেদিন সন্ধ্যায় অগ্নিপুত্র বিদায় নিল–

বিদায়, অভয়!

জিন্দাবাদ!

ধন্যবাদ, অগ্নিপুত্র!

সবাই নতমস্তকে অগ্নিপুত্রকে বিদায় জানাল!

সমাপ্ত–